

ধর্ম এক, ঈশ্বর এক
পেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী

শ্রী বিভাস চন্দ্র অধিকারী
সহ-প্রতি-স্বত্বিক

ধর্ম এক, ঈশ্বর এক প্রেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী

লেখক :

বিভাস চন্দ্র অধিকারী, সহ-প্রতি-ঋত্বিক

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনায় :

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ মিশন সাধনপীঠ

নব হিমায়েতপুর, কৃষ্ণপুর, বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭

মো : ৮৫৯৭১৬৮৯১৭

ধর্ম এক, ঈশ্বর এক
প্রেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী
Dharma Ak, Iswar Ak
Preritagan Akerai Bartabahi

প্রকাশক :

বিভাস চন্দ্র অধিকারী
ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সংসদ মিশন সাধনপীঠ
নব-হিমাইতপুর, বীরভূম।

পরিবেশক :

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সংসদ মিশন সাধনপীঠ
নব-হিমাইতপুর, বীরভূম।

প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্রশ্রবণ ১৫, ২০২১

মূল্য : ১০০ টাকা

ধর্ম এক, ঈশ্বর এক
প্রেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী

ধর্ম এক, ঈশ্বর এক প্রেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী

★ জীবনীয় যা তা জানতে হবে, পালনীয় যা তা পালন করতে হবে।
জীবনের কোনো রং নেই, জীবনের কোনো বিভিন্নতা নেই, ধর্মের কোনো
বিভিন্নতা নেই। যা ধারণীয় তা ধারণ করতে হয়, যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করতে হয়
যুগ-কাল-পাত্র অনুযায়ী নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে।

★ আমরা শাস্ত্রে পাই “সর্বান খলিদং ব্রহ্ম।” (অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বত্র
বিরাজমান।) এবং বর্তমান পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর বাণীতে
বলেছেন, “রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-মহম্মদ রূপায়িতম্ চৈতন্য-রামকৃষ্ণানুকূলং
পূর্বতনীপূরণম্ শাস্ত্রতং বর্তমানম্।”—মানে এক কথায় রাম, কৃষ্ণ,
বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সেই একজনই।
একেরই আবির্ভাব বারবার যখন যেমন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে। বিভিন্ন
সম্প্রদায়ের ভিতর সেই ‘একের-ই’ আবির্ভাব। গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক,
কোরান শরীফ, অনুকূলামৃতম্ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থগুলি বেশ করে পড়লাম। কই
দেখলাম না তো এই অবতার বরিষ্ঠগণ কেহ কারও নিন্দা করলো, কেহ কারও
সমালোচনা করল—তাহলে আমরা করি কেন? না, তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ
নাই, তাঁরা যে একজনই—সেই ঈশ্বর বা আল্লার মূর্ত প্রতীক। তাই মনে হয় পরম
পুরুষ বললেন,—

“বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস্

শ্রীচৈতন্য রসুল কৃষ্ণে

জীব উদ্ধারে আবির্ভূত হন

একই ওঁরা তা’ও জানিস্ নে।”

আবার বললেন,—

“ধর্মের সবাই বাঁচে বাড়ে

সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে

ধর্ম জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম জানিস্ একই হয়।”

এই পৃথিবীর মালিক সেই একজনই, যে নামেই তাঁকে অভিহিত করি না কেন, এই জগৎ তাঁরই সৃষ্টি। আকাশ, বাতাস, মাটি। জল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত কোটি সৌরজগৎ তারও মালিক সেই একজনই। কাজেই তাঁর এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন—যে-ই হই না কেন, অপরের বাঁচা এবং বেড়ে ওঠাকে ক্ষম করে বা কোন সম্প্রদায়কে নিধন করে যদি ভাবি, একাই বাঁচব, সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করবো, তা কিন্তু স্বয়ং মালিক বরদাস্ত করবেন না। এবং আমরা কি কখনো ভেবেছি যে তা করার আমাদের কোনো অধিকার আছে কি-না? যে অজ্ঞানী, মুর্থ সে-ই এমনটা ভাবতে পারে, তার ফলে নিজেই নিকেশ হয়ে যায়।

★ তাই জীবনে যা যা করলে জীবনের বৃদ্ধি ঘটে—“জী” শব্দের অর্থ জীইয়ে থাকা, “বন” শব্দের অর্থ বিস্তারিতভাবে, আর বিস্তারিতভাবে জীইয়ে থাকাই জীবন। এই জীবনীয় নীতিবিধিগুলো বিভিন্ন অবতার পুরুষের গ্রন্থ থেকে পেলাম। তাই আমাদের মনে চলা উচিত।

★ আমার ভীষণ ইচ্ছা করে এই ব্লকের অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের প্রতিটি মানুষ ঐশী শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, শক্তিমান হয়ে উঠুক। নিজ যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হয়ে উঠুক। নিজের যোগ্যতার কথা বললাম মানে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সবাই সন্তায় পেতে চাই, কোন পরিশ্রম কাজ না করেই পেতে চাই। এটা কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধতা। কোনো অবতার পুরুষ এটা বলেন নি, মানেন নি। প্রত্যেক মহাপুরুষ চেয়েছেন যোগ্যতার উদ্বোধন করতে অর্থাৎ একটা মানুষ একবস্ত্র পড়ে বাড়ির বাইরে দূরে কোথাও গিয়ে বৈধী চলনের ভিতর দিয়ে মানুষ উপায় করে অর্থ উপার্জন করবে, আর এটাই যোগ্যতা।

★ “মানুষ আপন টাকা পর
যত পারিস মানুষ ধর।”

তাহলে দেখুন মানুষ হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর এই মানুষকে ভালবাসতে গেলেকাছে টানতে গেলে নিজের চুম্বকীয় চরিত্র চাই (আকর্ষণীয় চরিত্র, Magnetism)। আর এই আকর্ষণীয় চরিত্র উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে যে সমস্ত ধর্ম-নীতি, নিয়ম-নীতি পালনের ভিতর দিয়ে, তাই আমাদের সর্বতোভাবে পালন করা উচিত।

মূল যে কয়েকটা জিনিস প্রতিটি মানুষের আবশ্যিক পালনীয় তাই শুধু আমি এই পুস্তিকার মাধ্যমে জানালাম। কারণ, আমি সেই স্রষ্টাকেই ভালবাসি আর আমার সেই স্রষ্টার সৃষ্টি প্রতিটি জীবনকে আমি আমার একান্ত আপন আত্মীয় বলে মনে করি। তাই আমি কখনও চাই না আপনারা কেউ হেরে যান, কেউ অধার্মিক হয়ে উঠুন, আমি চাই প্রতিটি মানুষ সেই এক স্রষ্টারই পূজার্ন হয়ে উঠুক। মনে রাখবেন যা লিখলাম তা বহু পড়াশোনা করে বহু তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়ে সাধনার ভিতর দিয়ে, আর তাই জানালাম। আশাকরি মাত্র একশতদিন নিজ আচরণে পালন করলেই এর মহিমা বুঝতে পারবেন। আর কৃপা মানেই তো করে পাওয়া। ‘কৃ-পা’ মানে কর এবং পাও। কেননা করার ভিতর দিয়ে হয়ে ওঠা আছে। যে যেমন করে, সে তেমনটাই হয়ে ওঠে।

★ আমি ক্ষুদ্র মানুষ, এই বৃহত্তর জগতের কতটুকুর দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমার আছে বলুন? তাই আমার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা এই ব্লকের প্রতিটি মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠুক, আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী হোক। আপনারা অজর, অমর, চিরচেতন শক্তি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুন। স্রষ্টার কাছে এই আমার প্রার্থনা।

সর্বোপরি সেই স্রষ্টার প্রতি অচ্যুত ভালবাসা চাই (Untottering love)। যে ধার্মিক সে কখনো মিনমিনে দুর্বল মানসিকতার হয় না। তার মধ্যে বিনয় সমন্বিত তেজ অবশ্যই থাকে। কেননা ঈশ্বর সর্বগুণসম্পন্ন, তাই তাঁর শক্তিতে সমৃদ্ধ যে, সে কখনো শক্তিহীন হতে পারে না।

১১. আবশ্যিক পালনীয় নীতিবিধি ॥

★ প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে উঠুন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত সূর্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা, অর্থাৎ আমার আগে কিছুতেই আমি সূর্যকে উঠতে দেব না। এই সূর্য ওঠার অনেকটা আগে উঠে বিছানা, কাপড় অর্থাৎ যে সমস্ত পোষাক পরে রাত্রিতে শুয়ে থাকেন সেইসব পোষাক পরিত্যাগ করুন, কাচা কাপড় পড়ুন, দাঁতমাজা, হাতমুখ ধোওয়া এবং শরীর শোধন করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট আসনে বসুন। আপনার দুই ভুরুর মাঝখানে স্রষ্টাকে চিন্তা করুন। তাঁতে আশ্রয় হয়ে উঠুন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে পাগল হয়ে ডাকুন। কেননা ধ্যানও একটা বিজ্ঞান। আর Science মানে see the end অর্থাৎ সত্তাকে যা দেখে তাই Science। আমরা যেমনটা চিন্তা করি তেমনটাই হয়ে যায়। আমাদের অহরহ চিন্তার ফলে আমাদের অবয়বটা (চেহারা) এমন হয়ে আছে। আমাদের চলন-বলন, আদব-কায়দা এমনটা হয়ে গেছে। তাই আমাদের চিন্তার বিষয় যদি স্রষ্টার মূর্ত প্রতীক হয়, নিয়ত তাঁর চিন্তায় আমরা তাঁরই স্বরূপ লাভ করি, অর্থাৎ তার মতোই হয়ে যায়। আমরা বিজ্ঞতার সাথে বলি আল্লা বা ঈশ্বর তো নিরাকার, তাঁকে কেমন করে চিন্তা করবো বা তাঁকে কিভাবে চিন্তা করা যায়? আচ্ছা আপনি বলুন তো, আপনি যে গ্রামে বাস করেন, আপনি সেই সম্পূর্ণ গ্রামটা বা সম্পূর্ণ শহরটা বা গোটা রাজ্যটা বা গোটা দেশটা একসাথে চিন্তা করতে পারবেন?—পারবেন না। তাই আল্লা বা স্বয়ং ঈশ্বর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান। তাঁকে ডাকা বা চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আর তাঁর সেই নিরাকার রূপকে ভাবতে গিয়ে তাঁর সেই অন্তরস্থ সম্পদ প্রাপ্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। তাই সেই আল্লা বা ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তিনি যখন-যখন নররূপে আবির্ভূত হন তখন তাঁকেই আমাদের উপাসনা বা অনুসরণ করা উচিত। কেননা তিনিই একমাত্র পূর্ণ চির-নির্ভুল। তাঁর সমস্ত Knot (গ্রন্থি) গুলি সমাধান প্রাপ্ত (Solved) অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সমাধান প্রাপ্ত মানুষ। আর যদি আমরা তাঁকেই নিয়ত চিন্তা করি বা ধ্যান করি তাতে করে আমি পরিপূর্ণতা লাভ করি। কেননা তার অন্তরস্থ সম্পদ আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত (Impart) হতে

থাকে তাই যাকে তাকে ধ্যান করতে নেই, চিন্তা করতে নেই, কেননা যাকে নিয়ত ধ্যান করবো চিন্তা করবো তার অন্তরস্থ সম্পদ যেমন-তেমনটা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকবে আর আমরা তেমনটাই হতে থাকবো। তাই খুব সাবধান মনে রাখবেন আল্লা বা ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক সর্বশেষ অবতার পুরুষকেই ধ্যান বা চিন্তা করা উচিত। জেনে রাখবেন দেবদেবীরাও পূর্ণ নয়। তাদের মধ্যেও অপূর্ণতা আছে। তাই মহাপুরুষের বাণী—

“বহু দেবতার করলে পূজা
ইষ্টনিষ্ঠা বিহীন রাগে
সব সঙ্গতিই যাবে ভেঙে
দেখবি অন্ধতম জাগে।”

“দেব-দেবতা হাজার ধরিস
আচার্য্য (স্রষ্টা) যার ইষ্ট নয়
স্রষ্টার বুঝে রাখিস
জীবন চলায় নেহাত ভয়।”

তাই মূর্তিপূজা অবৈজ্ঞানিক।

যতক্ষণ পারেন এই ধ্যান করার পর জোড়-হাত করে সেই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বলতে থাকুন—“আমি অক্রেমী, আমি অমানী, আমি নিরলস, কাম-লোভ-জীৎ-বশী, আমি ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু অস্তিত্ববুদ্ধি যাজ্ঞজৈত্র পরমানন্দ, উদ্ভীপ্ত শক্তি সমৃদ্ধ তোমারই সন্তান। প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর, অমর আমার গ্রহণ কর, প্রণাম লও।”

★ উপরিউক্ত কথাগুলো বলার পর এইগুলি নিজ চরিত্রে বাস্তবায়িত করার জন্য আশ্রয় হয়ে উঠুন, তারপর যে সম্প্রদায়েরই মানুষ হোন না কেন, আপন ইষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বর বা আল্লার মূর্ত প্রতীক যিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্য বা ভোজ্য নিবেদন করুন এবং তা কিন্তু কোন রকম প্রত্যাশা না করে নিরাশী নিশ্চয় হয়েই তা নিবেদন করতে হবে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ওই অর্ঘ্য ৩০ দিনের দিন সেখানে নিবেদন করুন যেখান থেকে মানুষ মঙ্গলে

অভিগমন করার সুযোগ পায়। অর্থাৎ যেখান থেকে ঐষ্টাকে অবিকৃতভাবে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে বা প্রয়াস চলছে।

★ এরপর অতি অবশ্যই এক ড্রাম থানকুনি পাতার রস অর্থাৎ ১২টা থানকুনি পাতা ডাটাসহ (অভাবে ১টা) হাফ কাপ দুধ একটু ইক্ষু গুড়ের সাথে খেয়ে সংসারের অন্যান্য কাজ শুরু করুন। এই থানকুনি পাতা শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। বার্ষিক্য রোধ করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় এবং দিনকে দিন সুস্থ সবল ও নীরোগ স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলে।

★ আমাদের সবারই জানা বা বোঝা উচিত যে ঈশ্বর বা ঐষ্টার পছন্দের মানুষ হতে হলে তাঁর বিধান মেনে চলতেই হবে। তাইতো শাস্ত্রে আছে—

“বিধির বিধান মানবি যেমন

যতটা বা যতটুকু

কেটে ছেঁটে সব মিলিয়ে

পাবিও ফল ততটুকু।”

তাই আমাদের সদাচার মেনে চলতে হবে। ঐষ্টাকে মাথায় রেখে দিনের কাজকর্ম শুরু করুন। আর একটা জিনিস, এই কাজ করতে করতে সব সময় গুরুমন্ত্র চিন্তা করতে হয়। তথাকথিত গুরু বলতে আমরা যাদেরকে মনে করি তারা কিন্তু কেহ গুরু নয়। গুরু সেই এক অনামী পুরুষ যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক। আমরা সবাই জানি ঈশ্বর নিরাকার, তার মানে আবার এমন নয় যে—তিনি কোন আকার ধারণ করতে পারেন না। নিরাকার মানে যখন যেমন প্রয়োজন সেই নিরাকার ঈশ্বর বা আল্লা তেমনভাবে আবির্ভূত হতে পারেন। সেই ঐষ্টা এই আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, কীটপতঙ্গ, গাছপালা যা কিছু আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই বা অনুভব করি সেই এক ঐষ্টাই সব হয়ে আছেন। এই আমাদেরই প্রয়োজনে সেই নিরাকার ঐষ্টা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুর অনুকূল রূপে আবির্ভূত হলেন অর্থাৎ ঐষ্টা বা ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আমাদেরকে ধর্মীয় আচরণে আচরণশীল

করার জন্য উপর থেকে পূর্ণতার তকমা নিয়ে আচার্য্য গুরু রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হলেন। আর যুগে যুগে সেই তাঁকে দেখেই আমরা শিখতে পারি, কেমন করে হাঁটতে হয়, কেমন করে তাকাতে হয়, কেমন করে খাদ্য খেতে হয়, কেমন করে পানীয় খেতে হয়, কেমন করে গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কেমন করে গ্রণাম করতে হয়, কেমন করে সদাচার পালন করতে হয়, কাকে উপাসনা করতে হয়, সেই একের পূজারী কেমন ভাবে হতে হয়। এই আরো জীবনীয় যা কিছু সেই ঈশ্বর বা ঐষ্টার মূর্ত প্রতীক যিনি আচার্য্য গুরু রূপে যুগে যুগে আবির্ভূত হন, তাঁর কাছ থেকেই শিখতে পারি। মনে রাখবেন, এই পরিবেশ জগতের বিবর্তনের সাথে সাথে আমি আত্মা এই আমারও বিবর্তন ঘটছে। সেই বর্তমান বিবর্তিত আমি আত্মাকে ঐষ্টার শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে হলে নতুন বীজ নাম বা সৎনাম প্রয়োজন এটা সবারই ক্ষেত্রে। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথা না বললেই না—“বাদশাহী আমলের টাকার দাম আছে বাপু কিন্তু বাজারে দিলে চলে না গো, এখনকার গভরনরের সেই চাই।” রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়লেই এর সত্যতা মেলে, তাই আমাদেরও উচিত একমাত্র যুগ-পুরুষকে খুঁজে নেওয়া, তাঁতেই সর্বতোভাবে আশ্রয় হয়ে ওঠা, আর সেই তিনিই যখন যে ভাবে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আসুক না কেন তাঁকেই অনুসরণ করা, তাঁকেই গ্রহণ করা, কেননা মহাপুরুষের কথা—ধর্ম কখনো বহু হতে পারে না। ধর্ম এক, ঈশ্বর এক, আর তাঁর বার্তাবাহী যারা তারাও এক। তাই মহাপুরুষের বাণী—

“ধর্মো সবাই বাঁচে বাড়ে

সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে।

ধর্মো জীবন দীপ্ত রয়

ধর্ম জানিস্ একই হয়।”

হ্যাঁ, ভাষার তারতম্য আছে। সেই ঐষ্টার মূর্ত প্রতীক, যাঁদেরকে আমরা আচার্য্য গুরু পুরুষোত্তম বা সদগুরু যাই বলি না কেন তিনি যখন যেখানে যে ভাষা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন বিশেষ করে সেই ভাষাতেই ধর্মীয় বাণী, নির্দেশ এগুলি দিয়েছেন, তাই কোন মহাপুরুষ হিন্দীতে, কেউবা উর্দুতে বা

আরবীতে, কেউবা ইংরাজীতে, মৈথিলিতে, সংস্কৃতে কেউবা বাংলায় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা আবশ্যিকভাবে পালনীয়। একজন খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলিম, খাঁটি বৌদ্ধ, খাঁটি জৈন, খাঁটি খৃষ্টান—এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু খাঁটি হওয়া চাই। আমরা যে যেমন প্রকৃত হয়ে উঠবো, প্রকৃতি আমাদের তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবেন।

আমি নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করবো কিন্তু নিজ জীবনে যজ্ঞ, যাজ্ঞ, ইষ্টভূতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার এবং পঞ্চবর্হি, সপ্তার্চি পালন করলাম না তাতে কিন্তু আমার হিন্দুত্ব থাকল না। আবার দেখুন একজন মুসলিম সান্তিক আহর, রোজা, নামাজ, জাকাত, কলেমা, হজ—যা যা নবী সাহেব আবশ্যিক পালনীয় হিসাবে নির্দেশ দিলেন, তা পালন করলেন না তাতে কিন্তু একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হয়ে উঠলেন না। ঠিক এভাবেই খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন—এঁদের ক্ষেত্রেও তাই।

★ জেনে রাখুন, সেই এক ঈশ্বর আল্লা বা স্রষ্টা তাঁকে সর্বতোভাবে খুশি বা খুশী করে চলাই ধর্ম বা পুণ্য। আর তিনি দুঃখ পান বা অখুশি হন এমনভাবে চলাই অধর্ম বা পাপ, এছাড়া পাপ পুণ্য বলে অন্য কিছু আছে নাকি মনে হয় না।

★ আমরা দেখতে পাই বহু দেব-দেবতার পূজা হতে। এটা আবার প্রায় সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ—সবার মধ্যেই। আমরা ভুলে যাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বললেন—“একভক্তি বিশিষ্যতে।” ভক্তি কখনো এক ছাড়া দুই হয় না। আরও বললেন—“সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়োষ্যামি মা গুচ।” অর্থাৎ তুমি তোমার ধর্ম অধর্ম যা কিছু বোঝ সব পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও, অর্থাৎ আমাকেই চিন্তা কর, আমাকেই উপাসনা কর। যীশাস বললেন—“Nobody can reach the Father but through me.” আবার নবী সাহেব বললেন, এই আপনাদের মধ্যে আমার কিছু লোকজন আছে তাদেরকে ধরে আমার কাছে আসুন। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেব। তিনি বিদায় হজে বললেন— (এরপরে ২৭—৩২ পাতা দেখতে হবে)

তাহলে দেখুন এই আচার্য্য গুরুদেবকে বাদ দিয়ে যাকেই গ্রহণ করতে যাই না কেন তা কিন্তু ব্যাভিচারিতা হবে। তাতে আমরা ভক্ত হয়ে উঠতে পারবো না, ভক্ত হয়ে উঠবো।

যাই হোক, প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষজন আপন-আপন আচার্য্য গুরুর বীজমন্ত্র বা বর্তমান আচার্য্যগুরু পুরুষোত্তমের বীজমন্ত্র বা সংমন্ত্র চিন্তা করতে করতে সাংসারিক কাজকর্ম করবেন। আরও কয়েকটা জিনিস অবশ্যই পালন করবেন। যেমন ধরুন—প্রস্রাব করে হাত ধোওয়া, চা বা অন্য কোন পানীয় খাওয়ার আগে এবং পরে হাত-মুখ ধোওয়া। বিছানা বা বসার জায়গায় খাওয়ার পাত্র না রাখা। বাড়ীতে নির্দিষ্ট পায়খানার জায়গা থাকলে উলঙ্গ হয়ে পায়খানা করা বা অন্য কোথাও করলে গামছা পরে পায়খানা যাওয়া উচিত। এবং গামছা ভাল করে পরিষ্কার করা উচিত। কেননা, পায়খানা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস হ-হ করে শরীরের উপর দিয়ে আসতে থাকে, এতে করে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। আর এ থেকে বাঁচতে হলে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেই হবে বা সদাচার পালন করতেই হবে। কারো এঁঠো কাউকে না খাওয়ানো একটা ধর্মীয় বিধান। কেননা আমাদের মুখের লালার মধ্যে অনেক মারক জীবাণু থাকে। আবার দেখুন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব পায়খানা করলে আমাদের স্নায়ু দুর্বল হয় (Nervine debility)। এই ধর্মীয় অনুশাসনগুলি আমাদের প্রত্যেকের মেনে চলা উচিত।

★ সাংসারিক ক্ষেত্রে যে কোন পয়সা যে কোন উদ্দেশ্যে খরচ করা যায় না। মনে রাখবেন যে উদ্দেশ্যে যে পয়সা সেই উদ্দেশ্যেই তা খরচ করতে হবে। নতুবা পয়সা তার ধর্ম হারিয়ে ফেলে। যেমন ধরুন, মুদিখানার পয়সা ইঞ্জিউরেন্স-এ বা অন্য কিছুতে দেওয়া যাবে না। ঈশ্বর বা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পয়সা কোন বাজার বা কাপড়ের দোকানে খরচ করা যাবে না। এই রকমভাবে যে উদ্দেশ্যে যা তাই করতে হবে। প্রকৃতিগতভাবে আপনি যা পেয়েছেন তা নিয়েই আনন্দিত থাকুন, জোর করে কারও কিছু দখল করতে বা অধিকার করতে যাবেন না। তা কিন্তু অধর্ম। আর যা পেয়েছেন আপনার ধর্মীয় যোগ্যতার ভিতর দিয়ে অর্থাৎ সৎভাবে তাকে আরও বাড়িয়ে তুলুন। আপনি একা বাঁচলে হবে না, কেননা এই রকম বাঁচা কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, প্রজাপতি, কুকুর, বিড়াল সবাই বাঁচে। তারাও বিয়ে করে

ঘর সংসার করে কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের কোথাও যেন একটা পার্থক্য আছে কেননা আমরা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের মধ্যে বিবেক আছে, মানবিকতা আছে, আমরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শক্তিতে শক্তিমান। তাই অপরকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচা আছে, আমরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শক্তিতে শক্তিমান। তাই অপরকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচা আরও বেশ কিছু পরিবারকে পরিপালন এবং পরিপোষণ করা আমাদের দায়িত্ব। কারও বাঁচা এবং বেড়ে ওঠাকে ক্ষুণ্ণ না করে নিজেকে বাঁচিয়ে তোলা এবং বাড়িয়ে তোলাই ধর্ম।

★ মনে রাখবেন হিংসাই অধর্ম, আর হিংসাকে হিংসা করাই ধর্ম। আমরা হিন্দুরা যদি মনে করি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সবকে খতম করে নিজে একাই প্রভূত সম্পদের অধিকারী হব বা বেঁচে থাকব, তাহলে আমি মূর্খ। ঠিক এমনভাবে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান এরাও যদি তা মনে করেন তাহলে তারাও মূর্খের জগতে বাস করছেন, কেননা আমাদের সবারই সৃষ্টিকর্তা সেই এক স্রষ্টা। এই আপনি আমি তাঁরই সৃষ্টি। আমাদের সবার মালিক তিনি। আমরা কেহই তাঁর অজান্তে আবির্ভূত হয়নি। কাজেই সবাইকে নিয়ে এক স্রষ্টাকে উপভোগ করাই আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্য।

।। চলায় কৃতার্থ হওয়ার চারটি সংকেত।।

১। তুমি যাই থাক না কেন—করায় আর বলায় চলতে থাক তেমনিতর চাল-চলন নিয়ে, যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে আদর্শপ্রাণ, আর ভাবও তুমি তাই—এতে যদি তুমি ভিতরে ভিতরে আদর্শে ধর্ম-প্রেমোন্মাদ হয়ে পড়, তাতে ক্ষতি নাই।

২। পারিপার্শ্বিকের কোন একেরই হউক বা বহুরই হউক—সহানুভূতিসম্পন্ন মনোযোগ-সহকারে ভাব ও চলন দেখে ঠিক ক'রে নিও—কীরকম ভঙ্গীতে তাহার সহিত কথাবার্তা ও ব্যবহার করিলে তাহার হৃদয়কে তোমার আদর্শে জয় করিতে পার—তোমার সেবা তাহার প্রতি তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই চালাও।

৩। তোমার মনে কি আছে কিংবা মনে তুমি কেমনতর—তার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না করে—যা করণীয় তেজ, উদ্যম ও নিরন্তরতাকে নিয়ে বিবেচনার সহিত করে যাও।

৪। এই করতে গেলে করার রাস্তায় দুটো বিপদ আসতে পারে—একটি Go Between আর একটা Libido-র distortion—যাবড়ে যেও না একটু নজর রাখো তাদের প্রতি—কৃতকার্যতা কৃতার্থতাকে নিয়ে তোমাকে সার্থকতায় সশ্যট করে রাখবে।

Go between মানে দায়িত্ব অপলাপী আচরণ প্রবণতা—যা ক্রমে আমাদের মনে একটা গুঢ় গ্রন্থি বা Complex-এর সৃষ্টি ক'রে আমাদের লাভের বা কৃতকার্যতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। It comes between myself and my success (এটা আমার ও আমার কৃত-কার্যতার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়)। ঐকেই শ্রীশ্রীঠাকুর go-between complex বা দ্বন্দ্বীবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

‘দ্বন্দ্বীবৃত্তি মানেই—কাউকে কথা দিয়ে তা না করা—বা এক উদ্দেশ্যে

সংগ্রহ ক'রে অন্যতে খরচ করা,—অভ্যাস—লাভপ্রদ যা-ই করতে যাওয়া যাক তার ভিতর এমন ফাঁক সৃষ্টি করে দাঁড়ায়—যাতে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আর পথই থাকে না।” ১৬৪।

Libido-র distortion মানে বিকৃত সত্তা-স্বপ্নে অবিকৃত যোগাবেগ।

Libido মানে আমাদের সমগ্র সত্তার যে ঝোঁক বা টান নিয়ে আমরা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ে আসক্ত হই সেই ঝোঁক, টান বা যুক্ত হওয়ার আবেগ।

সমগ্র সত্তার ঝোঁক বা টান নিয়ে যাতে আমরা আসক্ত হই তা থেকে যদি অপমানিত বা প্রত্যাঘাত হই বা এমন কিছুতে আসক্ত হয়েছি যা পাওয়ার ক্ষমতাই নেই—আবার এমন উজ্জীতেজাও নই যাতে যেমন করে যা করলে তা পাওয়া যায় তা হতে পারি অথচ তা না পেলেও নয়, এমনতর অবস্থায় পছন্দ করি না এমন কিছু দিয়ে যখন সত্তার ঐ ঝোঁক বা টানকে পরিপূরণ করতে বাধ্য হই এবং এমন একটা ভান ক'রে চলতে চেষ্টা করি যেন আমার সত্তার ঐ স্বাভাবিক ঝোঁকটাকেই আমি পছন্দ করি না—তখনই Libido-র distortion গুরু হয় বা Libido distortion হতে আরম্ভ করে।

১১ দীর্ঘায়ু লাভের উপায় ১১।

১। ইষ্টে সহজ আপ্রাণতা, তঁৎচিন্তাপরায়ণতা ও তঁৎপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে তঁৎস্বার্থপরায়ণতা।

২। পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেবা, সম্বন্ধনা, সাহায্য ও সাহচর্য্যপরায়ণ হ'য়ে তাদের ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ করে তোলা।

৩। নিয়মিত সন্ধ্যা, প্রার্থনা, ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ এবং প্রথমে একক ভ্রমণ ও তারপর আধ থেকে এক ড্রাম থানকুনী পাতার রস একটু দুধ ও আখের গুড় দিয়ে বা শুধু আখের গুড় দিয়ে খেয়ে, বেশী পরিমাণে জল খাওয়ার পর সঙ্গীগণসহ ভ্রমণে আরো সুবিধা হতে পারে। এতে একটু বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হয়ে শরীরের Toxin গুলি প্রায়ই বেরিয়ে গিয়ে থাকে।

৪। বেশ সাদাসিধে সহজ-পুষ্টিকর সুপাচ্য আহার সাধারণতঃ দিনে রাতে দুইবার।

৫। ক্ষুধাকে কখনও জব্দ না করা। Regulated uncivilised রকমে সম্ভবমত কম প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে জীবন চালান।

৬। বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে temper lose না করা। অন্ততঃ unprofitably temper lose না করা।

৭। Unregulated ভাবে—যাতে নাকি শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতরভাবে স্ত্রী-সহবাস না করা। অন্ততঃ স্ত্রী কর্তৃক solicited না হ'য়ে sexually engaged না হওয়া।

৮। Life with Superior Beloved life in seclusion, life with immediate environment i.e, family and life for and with the public—এই কটি factor সম্ভবমত বেশ করে observe করা।

৯। কুবাধি-সংক্রমণের বিস্তার-প্রতিরোধী আচার-নিয়মকে প্রতিপালন ক'রে শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা।

১০। শুধু ভাবপ্রবণ না হ'য়ে ভাব ও বোধগুলিকে করা-বলার ভিতর দিয়ে জীবন-বৃদ্ধির অনুগ ক'রে বাস্তবে পরিণত করা।

১১। শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে মাঝে নামমাত্র আহার ও বিধিপূর্ব্বক উপবাস করা।

১১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী ॥

১. আর আচার্য্য হচ্ছেন
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে তপ-অনুক্রমনার ভিতর-দিয়ে
আচরণ-তৎপরতায় বহুদর্শিতা অর্জন করেছেন যিনি,
এক-কথায়, যিনি ক'রে জেনেছেন, আচরণ ক'রে জেনেছেন,
সার্থক অধিত সর্বসঙ্গতি নিয়ে,—তিনিই আচার্য্য,
তিনিই ব্রহ্মদ পিতা, সদগুরু তিনিই।
২. ঈশ্বর-প্রকৃতি বা উৎস-প্রকৃতি আচার্য্য-রিতুতিতে
মুক ভাষায় বলেন—
আমাকে ছেড়ে কাউকে ভালবেসো না, তাতে প্রাণে ব্যথা লাগে,
আর, আমাকে নিয়ে ভরদুনিয়াকে ভালবাসো,
পরিচর্যা কর, পরিবর্দ্ধন কর।
৩. সদাচারীনয়কো যে জন
ইষ্ট বিহীন রয়
পান ও ভোজন তাহার হাতে
বিস্ববহনী হয়।
৪. “প্রেমি তোমার উন্নত শির গুরু পাদ-পদ্মে বিক্রয় কর।
তাঁহার বচন তোমার চলিবার পথ হউক
গুরু অশরীরী হইয়াও শরীরী, নিরাকার হইয়াও সাকার।
কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ না হইয়াও সদগুরুর শরীর রূপ ঘাট,
কেবল তোমারই জন্য আবদ্ধ।
সত্যকে অবলম্বন কর, আর ছাড়িও না।
জগৎ তোমাকে ঘৃণা করিলেও
সদগুরু তোমাকে ঘৃণা করিবেন না বা করেন না।”

৫. বিধিকে যতই তাচ্ছিল্য ক'রে চলবে—
যোগ্যতা অবসন্ন হয়ে উঠবে ততই,
আর, ঐ পথেই বিধাতার অভিশাপ
নেমে আসবে ক্রমশঃ।
৬. যা'রা ঈশ্বর বা প্রেরিত পুরুষের জন্য
জীবন আত্মতা দেয়,
তা'রা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।
৭. ভর দুনিয়ায় দেখনা চেয়ে
একের মত আরটি নেই
একের মত আরটি হ'লে
কেউ কি পেত কারো খেই।
৮. শক্তি দিও করতে পারি
তোমার সেবা বর্দ্ধনা,
কর্মহারা এ প্রার্থনায়
লুকিয়ে আছে পারবো না।
৯. বয়স বেশি দেখবি যেথায়
দিবিই সেথায় যোগ্য মান,
সম্বন্ধ আর বর্ণ শ্রেষ্ঠে
করবি যোগ্য শ্রদ্ধাদান।
১০. বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার, নীতিকে তাচ্ছিল্য করতে পার,
প্রবৃত্তি-পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করতে পার,—
কিন্তু বিহিত যা' তা'না করলে
প্রকৃতির শাসন যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতর ভাবেই চলবে,
রেহুই দেবেনা তোমাকে।

১১. পুরুষোত্তম আসেন যখন
সব গুরুই সার্থকতা
তাকে ধরলে আসে নাকো
গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা।
১২. পিতা মাতায় ভক্তি জানিস
প্রথম শিষ্ট ভাব,
তার উপরই গজিয়ে ওঠে
জীবনের স্বভাব।
১৩. পরমপিতাকে ভালবাস তোমার হৃদয়ের যা-কিছু
ঐ ভালবাসার অংশীদার সৃষ্টি করতে যেও না,
অমনতর করলে সর্ব্বতোভাবে
তাতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠতে পারবে না
আর যাকেই ভালবাস না কেন,
তা' যেন চিরদিন তাঁরই জন্য হয়।
১৪. মনটা দুষ্ট হ'লেই জানিস
রোগের আখাল হয়
ঐটাকে তুই এড়িয়ে চলিস্
করবি ব্যাধি জয়।
১৫. বিঘা প্রতি আড়াই কাঠা
রুজির আড়াই আনা,
ইষ্ট সেবায় অর্থ্য দিয়ে
বৃদ্ধিতে চল টানা।

১৬. মূত্র-মলের মাঝখানে তোর
জন্ম নেবার দ্বার,
বিনা শ্রেয় অনুরাগেও
পাবি কি উদ্ধার?
১৭. যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি
তা কিন্তু রে চলবে না,
ভাল ছাড়া মন্দ করলে
পরিস্থিতি ছাড়বে না।
১৮. ঋতু গায়ে নারী যারা
ছোঁওয়া নাড়া করে
নিজেও নষ্ট হয় তাহারা
মারেও অপরে।
১৯. তুমি করার ভিতর-দিয়ে
যা' হ'তে চাও,
ঈশ্বর তাই-ই মঞ্জুর ক'রে থাকেন।
২০. ঋতুমতী নারী হ'লেই
তিন কিংবা চারটি দিন
খাওয়া-শোওয়ার জিনিসপত্র
ছোঁওয়া নয়কো সমীচীন।
২১. লাখ ধাক্কায় মনটি ব্যস্ত
ইষ্ট ধাক্কায় বইলি না,
তবুও চাস বিধির দয়া
মতিচ্ছন্ন বুঝলি না।

২২. বিধিকে যতই তাচ্ছিল্য ক'রে চলবে—
যোগ্যতা অবসন্ন হ'য়ে উঠবে ততই,
আর ঐ পথেই বিধাতার অভিশাপ
নেমে আসবে ক্রমশঃ।
২৩. সব কাজে চোখটা নিবি আমার, মনটা নিবি আমার,
চিন্তাটা নিবি আমার, ধাক্কাটা নিবি আমার,
এইগুলি তোর মধ্যে বসিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি হয়ে
তোর শক্তি প্রয়োগ ক'রে কাজ হাসিল করে আসবি।
এইভাবে চ'লে দেখ—দেখবি হাজারো তাফালের মধ্যে থেকে
নিয়ত বৈকুণ্ঠে বাস করছিস।
২৪. রাজশক্তি হাতে পেয়ে
সতের পীড়ক যারাই হয়
দেশকে মারে, নিজেও মরে
রাষ্ট্রে আনে তারই ক্ষয়।
২৫. বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার, তাচ্ছিল্য করতে পার
সে-স্বাধীনতা তোমার আছে,
কিন্তু প্রকৃতি তা'র দুর্দান্ত আঘাত হানতে নিবৃত্ত হবে না—সেও ঠিক
সে স্বাধীনতা প্রকৃতিরও আছে
বোঝ, যা' শ্রেয় বিবেচনা কর, তাই কর।
২৬. স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে
ছেলেপুলেয় দেখে
গোম্মায়েরই সদর দ্বারে
বাছাগুলোয় রাখে।

২৭. দৈন্য হয়ে পণ্য নেওয়া
নয় কি সেটা মানসব্যাপি?
তেমনতরই চলন-বলন
সেটাও তাই দুষ্ট ব্যাপি।।
২৮. কাজ না করে যেজন পায়
সেই পাওয়াতেই তারে খায়।
২৯. সং ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় যার
উন্নতি হয় অবাধ তার।
৩০. পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়
নারী মাগে টাকা
এমনি ভাবে চলতি জগৎ
বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা।
৩১. কাম যেখানে বিপথগামী
দুই, তিন, চার যা'ই না হোক
সম্রাটকে তা' ভণ্ডুল করে
নষ্টই করে জীবনরোখ।।
৩২. কাম যেখানে কুটিল হয়ে
প্রীতির বাহনায় বয়
সর্বনাশটি দরদভরা
মিটির চোখে চায়।।
৩৩. করেছে বা কী হবেই বা কি
যা করেছে, হয়েছে
সুখ সুবিধা অসুখ বিসুখ
তেমনতরই পেয়েছ।।

৩৪. সকল ধর্মের সেরা ধর্ম
পুরুষোত্তমে শরণ নেওয়া,
সর্ব পাপের মোচন তাতে
তবেই হবে সফল চাওয়া।
৩৫. শ্রেষ্ঠ কিংবা শ্রেষ্ঠ বর্ণের
প্রণাম নিতে নেই
এটি হল নিচক জনিস্
অধঃপাতের খেই।
৩৬. শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রণাম
নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু
তার আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
৩৭. সর্বর্ণে-সগোত্রে বিয়ে
দিস্নে কোন দিনও ভুলে
করবে বংশ জরাজীর্ণ
অসংবদ্ধ গুণবহলে।
৩৮. বাঁচতে হলে বাঁচার বিধান
মেনে তোমার চলতেই হবে।
নইলে বাঁচন বাঁচবে না আর
নিজেই জাহান্নামে যাবে।।
৩৯. মাছ-মাংস আহার করা
নয়কো ভাল কোনদিন
ক্ষুন্নই হয় আয়ু তাতে
প্রবৃতিও হবেই হীন।

৪০. লক্ষ কু-এর মহড়া দিয়ে
কাটাছ কাল ব্যত্র দিন,
'ভগবানের নাইকো বিচার'—
তবুও বল,—এমনি হীন?
৪১. ভাবের ঘুষু ভক্তিবানীশ
কর্মহারা ধর্মপ্রাণ
আজও বিতেই আছা শুধু
জাহান্নামেই তাহার স্থান।
৪২. চরিত্রহীন চরিত্রবানকে
কখনও কি বুঝতে পারে?
নিজ চরিত্রের প্রতিফলনে
সব চরিত্র বিচার করে।।
৪৩. পাওয়ার দিকে বৌক দিলে তোর
করার নেশা টুটেবে
করার দিকে বৌক দিলে তোর
আপনি পাওয়া ফুটেবে।
৪৪. প্রয়োজন পূরণে স্বামীতে টান
ব্যক্তিত্বে টান নয়,
এমন প্রিয়ার প্রিয় যিনি
হবেই তাহার ক্ষয়।
৪৫. শিক্ষকের নাই ইস্টে টান
কে জাপাবে ছাত্রপ্রাণ।
৪৬. কু-সমালোচনা করলি সেই তুই
ইষ্ট শ্রেষ্ঠ মহাজনের
সদ-দীপনার হারালি খেই
ভোগ্য হলি তুই অসতের।

৪৭. স্বামী ছাড়া পুরুষপ্রাণা
মারছে উকি নষ্টপানা।
৪৮. শ্রদ্ধাতপে যোগ্য যারা
দাবীর পূরণ পাবেই তারা।
৪৯. অধিক ভোজন যা'রাই করে
দরিদ্রতায় প্রায়ই ধরে।
৫০. নিজের মুখে আপন খ্যাতি
যারাই করে বেশী যত,
চরিত্রটার খাঁকতিও বুঝে—
সে ব্যক্তিত্বে বেশী তত।
৫১. পাওয়ার নেশায় মানুষ যখন
দেয় না কিছুই নিতেই চায়
চৌর্য্য-বৃত্তি তখনই তার
হামা দিয়ে এগিয়ে ধায়।
৫২. পরের গামছা কাপড় পরা
বিছানা বালিশে শোওয়া
ব্যাবির বিপাক দুর্দশাকে
কুড়িয়ে দেহে নেওয়া।
৫৩. সুামিত্ব যা'দের দ্বিত্ব হয়
ব্যর্থজীবন তা'রাই বয়,
জীবননেশা একমুখী যা'র
প্রীতিদীপ্ত হৃদয় তা'র।।
৫৪. মাতৃভক্তি অটুট যত
সেই ছেলেই হয় কৃতী তত।

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম। সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-৩”

এই ভাষণে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছিলো। মুসলিম জাতির সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে মুহাম্মাদ (সঃ) চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল উপাসক-মূলক অনুশাসন ছিলো না, বরং মানবসমাজের জন্য করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশও এতে ছিলো। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তার সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য, মানবজাতির ঐক্য, আধ্যাত্মিক ব্রাতৃত্ব, সামাজিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাম্য ইত্যাদি সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম সব বিষয়ই এই ভাষণের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই ভাষণে তাকওয়া বা দায়িত্ব নিষ্ঠতার কথা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো এবং পাপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব বা হক্কুল্লাহ ও মানবসম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব বা হক্কুল ইবাদেদের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছিলো। মুহাম্মাদ (সঃ) এই ভাষণে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা, বিদ্রোহ এবং কুপরামর্শ প্রদানকারী শয়তানদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এই ভাষণে বিভিন্ন ধরনের সুদপ্রথা রহিত করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিলো। নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য মুসলমানদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো এই ভাষণে। মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন, বিশেষ করে রক্তের সম্পর্কের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তি লাভের ওপর জোর দেয়া হয়েছিলো। মুহাম্মাদ (সঃ)-এর এই ঐতিহাসিক ভাষণে স্বর্গ-মর্তের সকল কিছুর ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছিলো এবং মানুষকে এসব কিছুর আমানতদার হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহর মালিকানায় সবার অধিকার স্বীকৃত বলে উত্তরাধিকার আইনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো। আমানতের খেয়ানত-কারীর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছিলো। মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছিলো। সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব এবং বদনাতা ও মানবতার পরম ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান।

(১) ‘হে জনগণ! আল্লাহর কসম, আমি জানি না আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ’তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনেবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজের জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়।

(২) জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম’ (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)।

(৩) জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না ; ক) আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং গ) মুসলমানদের জামা’ আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো’ আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হ’তে) রক্ষা ক’রে (দারেমী হা ২২৬, সনদ ছহীহ)। এদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি বলেন,

(৪) ‘শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ’ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ’ল। আমাদের রক্ত সমূহের প্রথম যে রক্তের দাবী আমি পরিত্যাগ করছি; তা হ’ল রাবী’ আহ ইবনুল হারেছ বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর শিশু পুত্রের রক্ত। যে তখন বনু সাদ (অন্য বর্ণনায় বনু লাইছ। — ইবনু হিশাম ২ ৬০৪) গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল, আর হোয়াইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল’।

(৫) ‘জাহেলী যুগের সকল সূদ পরিত্যক্ত হ’ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটি হ’ল (আমার চাচা) আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের পাওনা সূদ। যার সবটুকুই বাতিল করা হ’ল।

(৬) ‘তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার

মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ’ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ’ল উত্তমরূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা’। (৭) ‘আর জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি এমন এক বস্তু, যা মজবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হ’ল আল্লাহর কিতাব’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ও তাঁর নবীর সূন্যাহ’ (মুওয়াত্তা হা ৩৩৩৮)

(৮) ‘তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন, (রিসালাতের আমানত) আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন’। অতঃপর তিনি শাহাদাত আব্দুল আসমানের দিকে উঁচু করে অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে নীচু করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক’ (তিনবার) (মুসলিম হা ১২১৮)

তিনি বলেন, (৯) মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সবার্থকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির সেই, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে’ (আহমাদ হা ২৪০০৪; ছহীহ ইবনু হিববান হা ৪৮৬২;

ছহীহাহ হা ৫৪৯) (১০) ‘মনে রেখ! আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউয কাউছারে পৌঁছে যাব। আর আমি অন্য সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। অতএব তোমরা আমার চেহারাকে কালিমালিগু কর না।

(১১) মনে রেখ! আমি অনেককে সেদিন মুক্ত করব এবং অনেকে সেদিন আমার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, ‘হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সাক্ষী। তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা (ইসলামের মধ্যে) কত বিদ’ আত সৃষ্টি করেছিল’ (ইবনু মাজাহ হা ৩০৫৭)। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, ‘দূর হও দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দীনকে পরিবর্তন

করেছে’ (বুঃ মুঃ মিশকাত হা ৫৫৭১)। (১২) তিনি বলেন, হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও ‘আতীরাহ’ (আতীরাহ পরে রহিত করা হয়)। (১৩) ‘মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যক্তিতে অন্যের উপরে বর্তাবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপর বর্তাবে না। (১৪) ‘জেনে রেখ শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে (অর্থাৎ তোমাদের কাফের হওয়া থেকে) চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে’ (তিরমিযী হা ২১৫৯; ইবনু মাজাহ হা ৩০৫৫, হাদীছ ছহীহ; মিরকাত শারহ মিশকাত হা ২৬৭০)। আরাফার দিনকে ‘হজ্জ আকবার’ বলা হয় এবং শুধু ওমরকে ‘হজ্জ আছগার’ বলা হয়। তবে প্রসিদ্ধ মতে আরাফা ও জুম’ আর দিন একত্রিত হওয়ায় ‘হজ্জ আকবার’ বলা হয় (মিরকাত হা ২৬৭০-এর আলোচনা) এর জন্য ৭০ টি হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন ও জাল (যঈফাহ হা ২০৭, ১১৯৩, ৩১৪৪)। যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, আপোষে ঝগড়া-মারামারি ইত্যাদি। যা পরবর্তীদের মধ্যে ঘটেছিল (মির’ আত) জাবের (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছে। ‘কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা বাকী থাকবে’ (মুসলিম হা ২৮১২)। (১৫) একই রাবী কতক অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘মনে রেখ! এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই-এর কোন বস্ত্র হালাল নয় কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু সে তাকে খুশী মনে দেয়।

আর তোমরা যুলুম করো না (ইরওয়া হা ১৪৫৯) উল্লেখ্য যে, আরাফাতের দিন শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাকালে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ হিসাবে সূরা মায়দাহ ও আয়াত নাখিল হয়।”

ইসলাম মতবাদের জনক হজরত রসূল ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, শয়তানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মানুষকে আর্থ-সনাতনী আদর্শের অনুরাগী করেছেন। অথর্ব বেদের অথর্বন সূক্তে অম্মার বর্ণিত

স্বরূপ “অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং, পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং ইল্লাকবর, ইল্লাকবর, ইল্লালেতি, ইল্লাল্লা” (সূত্রঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর বাদলা ভাষার অভিধান)

..... আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোন বিভেদ সৃষ্টি করেন নি। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন, আর্থকৃষ্টি মেনে চলতেন, ধর্মাস্তরঙ্গের বিরোধী ছিলেন, পরবর্তী নবী বা অবতারদের অনুসরণ করতে বলেছেন।

হজরত রসূল সম্পর্কে ইসলাম প্রসঙ্গে গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম। — পাঠকদের জ্ঞাতার্থে।

বাসোপযোগী গৃহ, গুপ্তস্থান রক্ষা করিবার উপযুক্ত বস্ত্র, শুষ্ক-কুটি ও পানীয় ব্যতীত মানব-সন্তানের অন্য কোন জিনিষের উপর অধিকার নাই। (পৃঃ ৫৯)

একটু পানি এবং কয়েকটি খজ্জুরে তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত। হজরত মোহাম্মদ একাধারে ধর্ম-প্রবর্তক, মহাকর্মী এবং সম্যাসী ছিলেন।

শত্রুর প্রতিও তিনি পরম দয়ালু ছিলেন, তিনি কতবার যে বিনা প্রয়োজনে দুশ্মনকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। (পৃঃ ৬০)।

একমাত্র ব্যভিচার সত্তর বৎসরের এবাদত ধ্বংস করে। যখন মানুষ ব্যভিচার করে, তখন ঈমান তাহাকে ত্যাগ করে।

হজরত রসূলুল্লাহ লম্পট পুরুষ ও রমণীকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বলিয়াছেন। (পৃঃ ১৭৭)

বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ উহাতে আরশ কম্পিত হয়। (পৃঃ ২০০)।

বিশেষ কোন অপ্রিয় কারণ না থাকিলে স্ত্রীদিগকে তালাক দিও না— কারণ, আল্লাহ স্বাদগ্রহণকারী পুরুষ বা স্বাদগ্রহণকারিণী স্ত্রীলোককে ভালবাসেন না। (পৃঃ ২০১)।

পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে তাহারামুসলমান নহে (পৃঃ ৬৮) ইসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। (পৃঃ ১৪২)

সাময়িক প্রেরিত-পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা।

প্রেরিতদের বিরোধী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে বিশ্বাসে পূর্ণতাই হয় না। (পৃঃ ১৪২)